সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয়

'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় সংলাপ' শিরোনামে যুগান্তরে (৬/১১/'২৩) যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার অনেক কথাই গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য, অতীতের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আমি সে আলোচনা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে চাইনে। তবে ঐ শিরোনামের সাথে আমার চিন্তাধারা ও বাস্তবতা বেশ অমিল রয়ে গেছে। সব কথা যেহেতু এখানে লিখতে পারবো না, বাস্তবতাই প্রমাণ দেবে। আমার মনে হয়, সংলাপের মাধ্যমে স্বল্পকালীন সংকটের সমাধান চলে। অতীতে তা হয়েছেও। বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করেছে। অবস্থাটা জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে। কথায় আছে, 'ঘরে বাইরে এক মন, তবেই করো কেষ্ট ভজন'। আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে। আমাদের এখন দেশের জন্য কোনটা ভালো, সে চিন্তা করতে গেলে চলছে না, ভাবছি ক্ষমতায় থাকা, না থাকা। তাই এত সহজে উত্তরণ সম্ভব নয়। কবিরাজি ঝাড়ফুঁকে সাময়িক উপশম হতে পারে, কিন্তু রোগের নিরাময় সুদূরপ্রসারী। এদেশের রাজনীতিকদের রোগ-বালাই সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়েছে, সামাজিক সিস্টেম ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের অবস্থা 'সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা'য় রূপ নিয়েছে। 'পরদেশী বন্ধুয়া'দের কবলে আমরা ধরাশায়ী হয়ে গেছি। সংলাপ, সংলাপ খেলা এখন 'ভুল, সবি ভুল...'। আমাদের সংকটের আরো গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণে নামতে হবে।

আমার প্রশ্ন, সংলাপ তো কারো না কারো মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হয়েই চলেছে, সংকটের সমাধান হচ্ছে কই? এ সংকট তো সাময়িক সময়ের না। সে-ই একানব্বই সাল থেকে। আমার বিশ্বাস, উভয় পক্ষের আগে শুভবুদ্ধির উদয় হওয়াটাই সংকটের সমাধান। 'কোনো 'ধনুক-ভাঙা পণ' গ্রহণযোগ্য না। পরিবেশ ও মানসিকতার উন্নতি হওয়ারও প্রয়োজন, যা এমনি এমনি হয় না। আমাদের আগে অহংবোধ (ইগো); একগুয়েমি ভাব; দেশের যত ক্ষতিই হোক, আমার বিদেশী শক্তির পুতুল হয়েও ক্ষমতা চাই; 'তোমরা যত যা-ই বলো, যে কোনোভাবে আমাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে বা যেতেই হবে।' –এগুলোই দেশীয় গণতন্ত্রের পথে মূল সমস্যা, দেশের উন্নতির পথেও সমস্যা। চিন্তা-চেতনায় ও কাজে নির্ভেজাল সততা ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে আপন করে নেওয়ার কোনো বিকল্প রাজনীতিতে নেই। রাজনীতিকরা জনসাধারণের আস্থার জায়গা। এখানে 'মুখে মধু পেটে বিষ' হলেই সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। এর ব্যত্যয় যে-দেশেই হয়েছে, সেখানেই দমন-পীড়ন করে শাসকগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর ঘাড়ে চেপে বসে রাজত্ব করে যাচ্ছে। সবই শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা। লুটেপুটে খাচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণ ও শাসকগোষ্ঠী কেউই শান্তিতে নেই। এমন দেশও বিশ্বে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, এমনটি নয়। আগে ভাবতে হবে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? রুচিটা কেমন? আমরা কি কি কথা বলে জনসাধারণকে সংগঠিত করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম? আমরা কি সে কথা রেখেছি বা রাখছি? আমরা বিদেশী শোষকদেরকে তাড়িয়ে নিজেরাই কি শোষকগোষ্ঠীতে পরিণত হইনি? আমরা কি সে-কথাগুলো কখনো ভাবি?

সংলাপে বসলেই এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এক দল অন্য দলকে আক্রমণ করে বিশ্রী ভাষায় অশালীন কথা বলা, গালাগালি করা– এখানেও সমস্যা। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ডাহা মিথ্যা কথা বলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে ইতঃস্তত না করা, একের দায় অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, দেশসেবার জন্য রাজনীতি করার কথা বলে প্রকাশ্যে দেশ-শোষণ ও চরদখলের ন্যায় রাজনীতি করা উচিৎ নয়। দমন-পীড়ন করে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না, এটা সত্য। বাক্য যত দীর্ঘই হোক যতিচিহ্ন তার থাকবেই। রাত যত বিপদের ও অন্ধকারঘন হোক না কেন, ঊষার সূর্যের আবির্ভাবে ঘোর অমানিশা কাটবেই। খোদার তৈরি মানুষ যখন খোদাকেই অস্বীকার করে, প্রকৃতির প্রতিশোধকে আমলে নেয় না, তখন তাকে তো আর মানুষ বলা যায় না। অতিমানব বলা যায়। মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' (আমিই সত্য) বলার শামিল। জাত রাজনীতিকদের উচিত দেশের দিকে তাকিয়ে সোজাপথে জীবনবিধানটা অন্তত মান্য করা। অতীত ঘাটলে দেখা যায়, এদেশের সব ক্ষমতাসীন দলই কাজের বদলে রাজনৈতিক কুটিলতা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। মাত্রার রকমফের আছে। 'মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট' আদৌ গ্রহণীয় নয়। আমরা জনপ্রতিনিধি হবো জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নয়, বহিঃশক্তির খুঁটোর জোরে এবং ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে। এ উদ্দেশ্যে শক্তি প্রদর্শন

যখনই হয়, তখনই দেশ গড়ার ভালো চিন্তার বিষয়টা ওলট-পালট হয়ে যায়; চর দখলের প্রসঙ্গ চলে আসে। যেখানে চর দখল হয়, সেখানে মানবতা, নীতি-নৈতিকতা, জনস্বার্থ থাকে কী না? চর দখলের জন্য সকল অন্যায় জায়েজ হয়ে যায়। সেজন্য সংলাপ, সংলাপ খেলা সাজানো নাটক মনে হয়। কোনো অন্যায়কে, কোনো না কোনো রাজনীতিকের কুটবুদ্ধিকে সংলাপের নামে চাপিয়ে দিতে পারলেই সংলাপ স্বার্থক বলে দাবি করি। এতে গণতন্ত্র মুক্তি পায় কি? বিগত ত্রিশ বছরে পেয়েছে কি? এগুলো প্যারাসিটামল খেয়ে সাময়িক উপশম অথবা সময় পার করার শামিল। মানুষের মগজ যখন বাইরে-বলা কথার সাথে মনে মনে বিপরিতমুখী কাজ করে। জ্বালাময়ী বক্তব্যের সাথে কাজের অমিল থেকে যায়। তা সাধারণ মানুষ বোঝে। দেশের ভালো-মন্দ বুঝতে রাজনীতি করা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা বলি, দেশে সংকট দেখা দেয়। আমি বলি, যুগ যুগ ধরে উন্নতির ভাঙা ঢোল অনবরত বাজাতে থাকি, উন্নতির নাগাল ধরতে পারি না, বা নিম্নমানের চিন্তাধারার কারণে প্রকৃত উন্নতি কাকে বলে বুঝি না। গ্রামের হাটে ডুগডুগী বাজিয়ে মানুষ জড়ো করে গমের আটার বড়ি ক্যানভাস করে ধন্বন্তরি ওষুধ বলে বিক্রি করে। এদেশের রাজনীতিকরা দেশ চালানোর নাম করে, আন্দোলনের নাম করে সন্ত্রাসী তৈরি করছে, অসৎ ব্যবসায়ী তৈরি করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণের সুযোগ করে দিচ্ছে। এসবই সংকট। এ দায় কোনো দলই এড়াতে পারে না। এসব আমার নিজ চোখে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেখা। তাই দেশ দখলকে চর দখল ও সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা বলে অভিহিত করছি। এটা অমূলক নয়। ষাটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুকে তো নিজ চোখে দেখছি, তাহলে কে কি বললো, সত্যকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দিলো, সেটাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তা সে যে দলই করুক না কেন। এ কলামেই বহুবার লিখছি, বর্তমান পেক্ষাপটে শুধু নির্দলীয় সরকারই সমাধান নয়; কারণ রাজনীতি পচে গেছে, বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও দেশসেবা-বিরুদ্ধ মানসিকতাকে যে করেই হোক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। রোগের চিকিৎসা রোগীকে দিয়ে হবে না, দক্ষ ডাক্তার দিয়ে করাতে হবে। এরও একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকবে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ থাকবে, থাকবে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আমি বিশ্বাস করি, টেকনোলজির এই উৎকর্ষের যুগে মানুষের চেষ্টায় অসাধ্য কিছু নেই। এটাতো কঠিন কিছু না। অক্ষয় কুমার বড়াল লিখেছিলেন, 'কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়–হৃদয়'। আমি কবি নই, তাই হৃদয়কে মন-মানসিকতা বলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুন্দর অকৃত্রিম মন-মানসিকতাই পারে এদেশটাকে গড়তে। এই ছোট্ট একটা উর্বর মাটির দেশ, মানুষগুলোও কর্মঠ, যদিও একটা অংশ পলিটিক্যাল টাউটে পরিণত হয়েছে। এটাকে গড়ে তোলার জন্য শুধু একজন সৎ, দূরদর্শী ও দেশপ্রেমী মানুষ, তার মনমতো একটা টীম গঠন করে নিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন। এসব বাস্তব এবং সত্য কথা বলার এখন সময় এসেছে। তাই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। পরবর্তী সময়ে রাজনীতিকরা তাদেরকে অনুসরণ করতে পারেন। গত প্রবন্ধেও অনেক কথার মধ্যে এ বিষয়ে কিছু কথা লিখেছিলাম। এ দেশের রাজনীতিতে যে লুটতরাজের রাজনীতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজনীতির নামাবলীতে নিজস্বার্থ অর্জনে রাজনীতিতে যোগদান বহাল রয়েছে, লাঠিবাজি ও চাটুকারিতা বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, 'খুঁটোর জোরে পাঁঠা কোঁদে'র গুপ্ত নীতির তরিকা বলবত হয়েছে, মনুষ্যত্বের যে নির্লজ্জ অপমান নীতি চালু হয়েছে, সত্য যেখানে বিদূরিত হয়েছে– তাতে টোটকা চিকিৎসায় কাজ হবে না। সংলাপে পরিবেশ ফিরবে না। বরং পরিবেশ ক্রমশই খারাপের দিকে যাবে। আগে দেশচালকদের চিন্তাধারার পজিটিভ পরিবর্তন বাধ্যতামূলক। তারপর সেটার প্রাকটিস। আমি এসব কথা লিখছি সাইকোলজির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে। যে মানুষগুলোর মগজ একবার বিকৃত হয়ে গেছে, সে মগজ আর ভালো চিন্তা করতে অপারগ। বানু মোল্লা তার সায়েরিতে বলেছিলেন, 'যার যে স্বভাব দোষ না যায় কখন, হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। বিকৃত মানসিকতার লোকগুলোকে বাদ দিয়ে এদেশে অসংখ্য ভালো নীতিবান-সুশিক্ষিত লোকবল আছে, পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করুন। দেশ আবার ভালো হয়ে যাবে।

সরকার কোনোভাবে কোনো কিছু পরোয়া না করে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও একটা নির্বাচন অতীতের মতো করে ফেলতে চাইলে তা পারবে, এ বোধটুকু আমার আছে কিন্তু পরিণতি শুভ হবে, পারিপার্শ্বিকতা তা বলে না। শুভবুদ্ধির

উদয় যদি না হয়, তবে কার কি বলার আছে! আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশের সরকার তেমন কিছুই করবে না বা করতে পারবে না। এটার বুঝ ক্ষমতাসীন সরকারের আছে। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ সহযোগিতা করবে, এ বিশ্বাসও এদের আছে। দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা, টাকার মূল্যমান ক্রমেই কমছে। এটা অবশ্য ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তেমন বিবেচ্য বিষয় নয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে রাজনীতি ও সরকারের যে উদ্দেশ্য লেখা আছে, তা থাকবে না। তবে দেশ অচল হবে না; শত বাধা-বিপত্তির মুখেও পরাধীনতার আদলে দেশ চলতে থাকবে। আমরা কেউই দেশ ছেড়ে যাব না, আমাদেরও যার যার কাজ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কি দেশ চলেনি? চলেছে। তারা শেষতক চেয়েছিল এদেশের মাটির দখলদারিত্ব, বাঙালিও নয়, উন্নতিও নয়। তবু তো দেশ চলেছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে চালিয়েছিল। এভাবে দেশ চললে, আন্দোলন, গ্রেপ্তার-বাণিজ্য, গাড়ি পোড়ানো চলবে, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, জনদুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যদিও এটা আমাদের কারো কাম্য নয়।

দেশটাকে ভালোভাবে একটা স্বাধীন দেশের মতো চলতে গেলে রাজনীতিতে আগে 'কোড অব এথিক্স', 'কোড অব কন্ডাক্ট' চালু করতে হবে। অপরাজনীতির চর্চা বন্ধ করতে হবে। বোতলের লেবেল বদল করলে হবে না, বোতলের ভেতরের মালামাল বদল করতে হবে। প্রয়োজনে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। আগে রাজনীতির নিয়মনীতির খোল-নলচে বদল করতে হবে, রাজনীতির নীতিতে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার-কাঠামো বদল করতে হবে। তারপর তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর রাজনীতিকদের জন্য মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। দুর্নীতিবাজ, সোস্যাল টাউটদের মহান রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, দেশসেবক বলা বন্ধ করতে হবে। 'যার গায়ের গন্ধে ঘুম আসে না, তার নাম আতর আলী' বলে ডাকা যাবে না। এতে দেশে মানুষের হাতে টাকা-পয়সা যা-ই থাকুক না কেন, চলে ফিরে খেতে পারবে, সমাজে শান্তি আসবে। নইলে এদেশে রাজনীতি থাকবে, সরকারও থাকবে। দেশটা আরো অরাজকতায় পরিণত হবে। একসময় আরো খারাপ কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হবে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনে বহাল থাকবে, বাস্তবে উদ্দেশ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মানসিকতার উন্নতি না করে ভৌত-অবকাঠামোগত উন্নতিকে এ জন্যই আমি কোনোদিনই উন্নতি বলে গণ্য করি না। এতে অনেকেরই বাক্যবাণে জর্জরিত হই। কিন্তু এদেশের শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে আমার এ কলমযুদ্ধ আমৃত্যু চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লেখা আমার শেষ জীবনের অবলম্বনও বটে।

(১২ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।